যুগান্তর

তারিখ : 3 MAY 2012
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৩...

পরীক্ষা চলাকালে হরতাল ডাকা কেন অবৈধ নয় : হাইকোর্ট

যুগান্তর রিপোর্ট

পাবলিক পরীক্ষা চলাকালে হরতাল ডাকা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না এবং পরীক্ষাকালে হরতাল দেয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ কেন দেয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। একটি রিটের প্রাথমিক শুনানি শেষে বুধবার বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী ও জাহাঙ্গীর হোসেনের বেঞ্চ বুধবার এই রুল জারি করেন। পাশাপাশি এ রুলের ওপর শুনানির সময় আইনগত পরামর্শ দেয়ার জন্য আদালত ১৫ জন এমিকাস কিউরি নিয়োগ দিয়েছেন। রিটকারী সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী ড. মো. ইউনুস আলী আকন্দ জানান, জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা খালেদা জিয়া, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এবং শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র সচিবকে চার সপ্তাহের মধ্যে এ রুলের জবাব দিতে বলেছেন আদালত।

তিনি ২৬ এপ্রিল একজন পরীক্ষার্থীর অভিভাবক হিসেবে হাইকোর্টে রিটটি দায়ের করেন। সরকার পক্ষের আইনজীবী ব্যারিস্টার এবিএম আলতাফ হোসেন জানান, পুলিশের মহাপরিদর্শককেও তিন সপ্তাহের মধ্যে এ বিষয়ে জবাব দিতে বলা হয়েছে। আওয়ামী সমর্থক পাঁচ আইনজীবীর বক্তব্য শোনার পর আদালত এই রুল জারি করেন। তবে ইউনুস আলী তার আবেদনে চলমান এইচএসসি পরীক্ষার মধ্যে হরতাল দেয়ার ওপর অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা চাইলে আদালত তাতে সাড়া দেননি। রুল জারির পাশাপাশি আদালত এ রুলের শুনানির সময় পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য ১৫ জনকে 'অ্যামিকাস কিউরি' হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। এদের মধ্যে মাহমুদুল ইসলাম, ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম, ড. এম জহির, অ্যাডভোকেট মাহবুবে আলম, ব্যারিস্টার আখতার ইমাম, এএফ হাসান আরিফ, ফিদা এম কামাল, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন, অ্যাডভোকেট আবদুল মতিন খসরু, ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, কামালুল আলম, ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন রয়েছেন। আদালত বলেছেন, হরতাল করা মৌলিক অধিকার এবং পরীক্ষা দেয়াও মৌলিক অধিকার। এ দুই মৌলিক অধিকারের সামঞ্জস্য রক্ষা কীভাবে সম্ভব— সে বিষয়ে আইনগত পরামর্শ দেবেন এই আইনজীবীরা। গতকাল আদালত যাদের বক্তব্য শোনেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য অ্যাডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন, আওয়ামী সমর্থক আইনজীবী নেতা মনজুরুল হক চৌধুরী, সুব্রত চৌধুরী, শম রেজাউল করিম ও এম আমিন উদ্দিন। ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন আদালতে বলেন, হরতাল সাংবিধানিক অধিকার। আর পরীক্ষা দেয়া মৌলিক অধিকার। পরীক্ষার সময় যাতে হরতাল না দেয়া হয়, সে বিষয়টি আদালত বিবেচনা করে পর্যবেক্ষণ দিতে পারেন। মনজুরুল হক চৌধুরী বলেন, হরতাল গণতান্ত্রিক অধিকার। পরীক্ষা দেয়াও গণতান্ত্রিক অধিকার। যারা হরতাল দেয়, তাদের বিষয়টি বিবেচনায় রাখলেই ভালো হয়। শম রেজাউল করিম আদালতে বলেন, হরতালের বিষয়ে ইতিপূর্বে হাইকোর্টের দেয়া দুটি রায় রয়েছে। ওই রায়ে বলা হয়েছে, হরতাল গণতান্ত্রিক অধিকার। তবে হরতাল করতে গিয়ে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ করলে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হতে পারে। এ অবস্থায় আদালত পর্যবেক্ষণ দিয়ে আবেদনটি নিষ্পত্তি করতে পারেন। অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী আদালতে বলেন, হরতালে যাতে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় আদালতকে সে বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে। সবার মতামত নেয়ার পর আদালত উপরোক্ত আদেশ প্রদান করেন।